দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

কর্মবিরতি চলছে, সমাধানে আশাবাদী শিক্ষামন্ত্রী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ ও অন্যান্য অসঙ্গতি দূর করার দাবিতে লাগাতার কর্মবিরতি পালন করছেন শিক্ষকরা। গতকালও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ছিল।

কর্মবিরতির দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার বিকালে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের শীর্ষ দুই নেতা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সাথে বৈঠক করেছেন।

আন্দোলন চলবে : শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন

প্রায় এক ঘণ্টা বৈঠকের পর শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের আরো বলেন, খুবই খোলামেলা আলোচনা হয়েছে। কীভাবে এ সংকট কাটিয়ে ওঠা যায়। আমরা এগোচ্ছি, আমরা খুবই আশাবাদী। একটা সুষ্ঠু সমাধানে যাওয়ার জন্য যে কার্যক্রম নেয়া দরকার, সে কার্যক্রমটা আজকের আলোচনায় আরও এগোল।

বৈঠকে অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদউদ্দিন আহমেদ ও মহাসচিব এ এস এম মাকসুদ কামাল। বৈঠকে শিক্ষাসচিব সোহরাব হোসাইনও উপস্থিত ছিলেন।

ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমরা চাচ্ছি একটা সম্মানজনক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান। এজন্য আমরা আলোচনা করেছি। আলোচনার কোন বিকল্প নেই। আশা করছি, আমরা এক জায়গায় পৌঁছে যাব। আমাদের আন্দোলনও চলবে'।

মহাসচিব অধ্যাপক মাকসুদ কামাল বলেন, দ্বিতীয় দিনের মতো সারাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মবিরতি চলছে। 'দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে'। তিনি বলেন, বৈঠকে আগের দাবির ব্যাপারে আমরা তাকে পুনরায় অবহিত করছি। তবে বৈঠকে কোনো সমাধান হয়নি বলে তিনি জানান।

শিক্ষকদের আশ্বাস দেয়া হয়েছি কিনা প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমরা আশ্বাস দেয়ার কে? আমি শিক্ষা পরিবারের পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

কর্মবিরতি চলছে, সমাধানে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সদস্য, আমি গভর্নমেন্টেরও সদস্য। গভর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু কীভাবে সমাধানে যাওয়া যায় সে বিষয় তো আমরা আলোচনা করতেই পারি। আমরা চাইব যেন এমন একটি সন্তোষজনক সমাধান হয়'।

এর আগে সকালে অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের কোন প্রতিবাদ আমরা করছি না। প্রধানমন্ত্রী খণ্ডিত তথ্য পেয়েছেন, তাই তিনি এ মন্তব্য করছেন। ভিসি থেকে শুরু করে আমরা সবাই বিভিন্নভাবে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমরা কোন সময় পাইনি। আমরা বিশ্বাস করি, প্রধানমন্ত্রীর সাথে যদি পাঁচ মিনিট কথা বলতে পারি তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, কেউ যদি শিক্ষকদের অপমানিত করতে চায় এটা শিক্ষকরা মেনে নেবে না। কর্মসূচি আমরা অচিরেই শেষ করে ক্লাসে ফিরে যেতে চাই। ছেলেমেয়েদের স্বার্থে দেশের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের সাথে বসবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের লাগাতার কর্মবিরতির দ্বিতীয় দিনে গতকাল ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ছিল। যেসব শিক্ষক ক্যাম্পাসের বাইরে থাকেন তারা বেশিরভাগই ক্যাম্পাসে অনুপস্থিত ছিলেন। শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে এলেও ক্লাস পরীক্ষা হয়নি।

নাইম নামে এক শিক্ষার্থী জানান, আমাদের ক্লাস পরীক্ষা কতদিন বন্ধ থাকবে তা জানিয়ে দেয়া হোক। ক্লাস পরীক্ষা বন্ধের সময় আমরা হলে থাকছে চাই না। ক্যাম্পাস ছুটি দিলে আমরা বাড়ি যেতে পারবো।

প্রকৃচি ও ২৬ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের কর্মবিরতি

চাকরির বৈষম্য নিরসনের দাবিতে প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, চিকিৎসক এবং ২৬টি ক্যাডার ও বিভিন্ন ফাংশনাল সার্ভিসের কর্মকর্তারা গতকাল দ্বিতীয় দিনের মতো দুই ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করেছেন। ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত এ কর্মসূচি চলবে।

১১ জানুয়ারি থেকে প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে দুইটা পর্যন্ত তারা কর্মবিরতি পালন করছেন। এ সময় সকল প্রকার দাপ্তরিক কাজ থেকে কর্মকর্তারা বিরত ছিলেন। দেশের সব সরকারি কলেজের শিক্ষক, সকল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, জেলা সদরের সরকারি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকরা কাজ বন্ধ রাখেন।

২৬ ক্যাডার ও প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, চিকিৎসক প্রভৃতি পেশার সংগঠন বলছে, অষ্টম বেতন স্কেলে সরকারি চাকরিতে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম শ্রেণির সরকারি চাকরিতে যোগদানের ক্ষেত্রে ক্যাডার কর্মকর্তাদের অষ্টম গ্রেড ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য নবম গ্রেড নির্ধারণ করায় এ বৈষম্য হয়েছে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ, সড়ক অবকাঠামো নির্মাণসহ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে সাধারণত মেধাবীরাই যোগদান করে থাকেন, যারা নন-ক্যাডার কর্মকর্তা। অথচ তাদেরকে নবম গ্রেড দেয়া হয়েছে।